



81421 - যবে কাৰাবন্দীৰ সময় জানাৰ সুযোগ নহে তাৰ নামায ও রোজা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যবে কাৰাবন্দী মাটৰি নীচে অন্ধকাৰ সলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে, নামাযৰে সময় জানাৰ তাৰ কোন সুযোগ নহে, রমজান মাস কখন শুরু হবে সে সম্পর্কে তাৰ কাছে কোন তথ্য নহে সে কভাবে নামায ও রোজা আদায় করবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক:

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেনে সকল মুসলমি বন্দীর আশু মুক্তরি ব্যবস্থা করদেনে, নজি করুণায় তাদরেকে ধৈর্য-শক্তি ও সান্ত্বনা দান করনে, তাদরে অন্তরগুলো আত্মপ্রশান্তি ও একীনদয়িভেরপুর করে দনে এবং মুসলমি উম্মাহকে সঠিক পথরে দশিদনে যবে পথে তাঁর প্রিয়ভাজনগণ (আউলিয়াগণ) সম্মানতি হবনে এবং তাঁর শত্রুরা লাঞ্ছতি হবনে।

দুই:

আলমেগণ এই সদিধান্তেপনীত হয়ছেনে যবে, আটক ও কাৰাবন্দী ব্যক্তি সালাত ও সিয়াম এর দায়তিব থেকে অব্যাহতি পাবে না। বরং তাদরে উপর ফরজ হল সময় নির্ধারণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। যদি নামাযের সময় শুরু হয়ছে মরম্প্রবল ধারণা হয়, তবে তিনি সালাত আদায় করে নবিনে। অনুরূপভাবে রমজান মাস শুরু হয়ছে মরমে তাৰ প্রবল ধারণা হলে তিনি রোজা পালন করবনে। খাবারের সময়গুলো খয়োল করে অথবা কাৰাগারে লোকদের জিজ্ঞাসে করে তিনি সময় নির্ধারণ করতে পারনে। তিনি যদি সালাত ও সিয়ামের সঠিক সময় জানাৰ জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করনে তবে তাৰ ইবাদত সহহি হবনে ও এর মাধ্যমে তিনি দায়তিব মুক্ত হবনে; যদিও পরবর্তীতে তাৰ কাছে প্রকাশ পায় যবে, তাৰ ইবাদত যথাসময়ে আদায় হয়ছে অথবা যথাসময়ের পরে আদায় হয়ছে অথবা কোন কিছু প্রকাশ না হোক। এর দললি হছে- আল্লাহ তাআলার বাণী:

[لَا يُكْفِرُ الْإِنْفَسُ إِلَّا وَسْعَهَا] (البقرة : 286)

“আল্লাহ কারো উপর তাৰ সাধ্যরে অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।” [ ২ আল-বাক্বারাহ : ২৮৬ ]

এবং আল্লাহ তাআলার বাণী:



[لَا يُكْفِلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا] (65 الطلاق : 7)

“আল্লাহ যাকে যত্নে পরিমাণ সামর্থ্য দান করছেন এর অতিরিক্ত কোনও ভার তর্নিতার উপর আরোপ করেন না।”[৬৫ সূরা আত্ব-ত্বালাক্ব : ৭]

তবে পরে যদি জানতে পারেন যে, তর্নি ঈদরে দনিগুলোটেরোজাছিলিনেতবসে রোজাগুলকোযা করা তার উপর ওয়াজবি। কারণঈদরে দনিরেরোজা সহহি নয়। যদি পরবর্তীতে তর্নি নিশ্চিতিভাবে জানতে পারেন যে, তর্নি সঠিকি সময়রে পূর্ববে সালাত বা সিয়াম পালন করছেন তাহলে সে নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজবি।

আল- মূসূআ আল-ফক্বহয়িয়াহ (২৮/৮৪-৮৫)গ্রন্থে রয়ছে:

“অধিকাংশ ফক্বাহ-গবষেকরে মতে, যার কাছে মাসরে হিসাবসুস্পষ্ট নয় তর্নি রমজানরে রোজা পালনরে দায়ত্ব থকে অব্যাহত পাবনে না। বরং রোজা পালন তার দায়ত্বফেরজ হিসাবে থাকবে। যহেতু তার উপর শরয়ি দায়ত্ববন্যসত এবং তর্নি শরয়ি নর্দিশেরে আওতাভুক্ত। তর্নি যদি নিজরে বচির-বুদ্ধি খাটিয়রে রমজান মাস নর্দিধারণে যথাসাধ্য চেষ্টা করে রোজা রাখা শুরু করনে এক্ষেত্রে তার পাঁচটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা:

অস্পষ্টতা অব্যাহত থাকা এবং সঠিকি সময় তার নকিটপরষিফুট না হওয়া। তার রোজা কি রমজান মাসে পালতি হয়ছে, নাকি রমজানরে আগে পালতি হয়ছে, নাকি পরে পালতি হয়ছে এর কিছুই জানতে না পারা – এ ক্ষেত্রে তার পালতি রোজার মাধ্যমে তার দায়ত্ব খালাস হবে, তাকে পুনরায় রোজা রাখতে হবে না। যহেতু তর্নি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করছেন। অতএব, এর চয়ে বেশি কিছু তার দায়ত্ববে বর্তাবে না।

দ্বিতীয় অবস্থা :

বন্দা ব্যক্তরি রোজা রমজান মাসপোলতি হওয়া-এই রোজারমাধ্যমে তার দায়ত্ব খালাস হবে।

তৃতীয় অবস্থা :

বন্দা ব্যক্তরি রোজা পালন রমজানরে পরে পালতি হওয়া- অধিকাংশ ফক্বাহবর্শিষেজ্ঞগণরেমতে এই রোজা পালনরে মাধ্যমে তার দায়ত্বখালাস হবে।

চতুর্থ অবস্থা:



এর দু'টি দিক হতে পারে:

প্রথম দিক: তার রোজা রমজানরে পূর্বে পালতি হওয়া এবং রমজান শুরু হওয়ার আগে তনিতি জানতে পারা। এক্ষেত্রে রমজান মাস শুরু হলে তাকে রমজানরে রোজা পালন করতে হবে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমিত নহে। কারণ নরিধারতি সময়ে তা পালন করার সামর্থ্য তার রয়েছে।

দ্বিতীয় দিক: তার রোজা রমজানরে পূর্বে পালতি হওয়া এবং রমজান শেষে হওয়ার আগে তনিতি জানতে না পারা। এই রোজা পালন তার দায়তিব খালাসরে জন্য যথেষ্ট হবে কনি এই ব্যাপারে দু'টি মিত রয়েছে-

প্রথম মিত: এই রোজা পালন তার দায়তিব খালাসরে জন্য যথেষ্ট হবে না। বরং এর কাযাপালন করা তার উপর ওয়াজবি। এটি মালকৌ, হাম্বলীমায়হাবরে অভমিত এবং শাফয়েী মায়হাবরে নরিভরযোগ্য মিতও এটি।

দ্বিতীয় মিত: এই রোজা পালন রমজানরে রোজা হিসাবে তার দায়তিব খালাসরে জন্য যথেষ্ট হবে। যমেনভিবআরাফাতরে দনি নরিধারণরে ব্যাপারে যদি সন্দহে দেখা দেয় এবং হজ্জযাত্রীগণআরাফার দনিরে পূর্বেইআরাফাতে অবস্থান ননে তবে তাদরে হজ্জ শুদ্ধ হবে- এটি শাফয়েীমায়হাবরে কিছু কিছু আলমেরে অভমিত।

পঞ্চম অবস্থা:

“তারকছু রোযা রমজান মাসে এবং কছু রোজা রমজানরে পরে পালতি হওয়া। যে রোজাগুলো রমজান মাসেথবা রমজানরে পরে পালতি হয়েছে সেগুলো তার দায়তিব খালাসরে জন্য যথেষ্ট হবে। আর যে রোজাগুলো রমজান মাসরেআগে পালতি হয়েছে সেগুলো তার দায়তিব খালাসরে জন্য যথেষ্ট জন্য হবে না।” সমাপ্ত

দখুন- আল-মাজমূ (৩/৭২-৭৩), আল-মুগনী (৩/৯৬)

আল্লাহই সবচয়ে ভালো জাননে।